প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০৭

কলাভৃৎ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্যোতি লেজার পয়েন্ট, ৬৩/২ ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANJOCHHONA

A comedy for women in Bengali

by MANOJ MITRA

First Edition August 2007

Published by Sourav Bandyopadhyay on behalf Kalabhrit Publisher 65, Surya Sen Street, Kolkata 700009 and Printed by Jyoti Laser Point 63/2D, Surya Sen Street, Kolkata 700009.

শ্রী জ্যোতিরীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-কে

✯ মনোজ মিত্রের নাটক ✯

পূর্ণাঙ্গ একাঙ্ক

রঙের হাট মৃত্যুর চোখে জল

কুহুযামিনী কালবিহঙ্গ

ব্রিজের ওপর বাপি টাপুর টুপুর

যা নেই ভারতে চোখে আঙুল দাদা

অপারেশন ভোমরাগড়পাখি

মুন্নি ও সাত চৌকিদারআমি মদন বলছি

জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ চমচমকুমার

আরক্ত গোলাপ রাজার পেটে প্রজার পিঠে

সিংহদ্বার বেকার বিদ্যালংকার

নাটক রচনা, প্রযোজনা এবং মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থ

বাঞ্ছারামঃ থিয়েটার সিনেমায়

বাংলা নাট্যঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

মনের কথা নাট্যকথা

বনজোছনা

শুনেছো কখনো ভুতপেত্নি অশরীরী প্রেতাত্মারা প্রতিদিন এ জগতে নেমে এসে তাদের ছেড়ে যাওয়া আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলেমিশে ঘর সংসার করে যায়, কিংবা তার পতিহারা পত্নীর পিছনটিতে দাঁড়িয়ে ধমকে বলে, 'কী হচ্ছে? মাছের কাঁটা বেছে খাও। গলায় ফুটবে না?' শুনতে চাইলে সোজা চলে যাও কুহুর ঠাকুমা জলপিঁড়ে গাঁয়ের বনজোছনাবুড়ির কাছে। দেখবে গোটা গাঁয়ের কচিকাচা বাচ্চারা গোগ্রাসে ভূতেদের এসব নিত্যিনতুন কীর্তিকাহিনি গিলছে ঠাকুমা বুড়িকে ঘিরে বসে। সত্যি বনজোছনার গল্পের স্টক ফুরোয় না। কেন ফুরোবে, বুড়ির নিত্যি ওঠাবসা 'তেনাদের' সঙ্গে।

তা এসব শুনেই তো লেখিকা রোশনি রায়ের টনক নড়ল, না আর মানুষ নিয়ে না, ভৌতিক রোমাঞ্চিক লিখেই বাজার ধরতে হবে। কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। বনজোছনার দুটো গপ্পে রঙ চড়িয়ে রাতারাতি খ্যাতি, অর্থপ্রাপ্তি। আর দেরি করতে আছে? সোনার ডিমপাড়া হাসটিকে কেউ গাঁয়ের মড়োয় ফেলে রাখে নাকি? কুহুর ঠাকুমা বনজোছনাকে সোজা কলকাতায় নিয়ে এসে তুলল তার বাড়িতে। আর গোলযোগটা বাঁধল তখনি।

বনজোছনা শহরে এলো বটে, কিন্তু বনজোছনার পিছু পিছু তার ভুতেরা আসবে কেন শহরে? জলপিঁড়ের বনজঙ্গল পুকুরঘাট বাঁশবাগান ছেড়ে কেন মরতে আসবে তারা আলোকজ্জ্বল শহর করলকতায়। বিদ্যেবুদ্ধি জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজত্বে? গল্পের নটে গাছটি কি তবে এবার সত্যি সত্যি মুড়লো?

বনজোছনা

বনজোছনা

প্রথম অভিনয় ∫∫ ১৭এপ্রিল ২০০৭

অভিনয় মঞ্চ ∫∫ নাটঘর-পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সল্টলেক, কলকাতা

প্রযোজনা ∫∫ নির্বাক অভিনয় একাডেমী

✤নেপথ্যে✤

মঞ্চ ∫∫ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন ∫∫ সুমন ভট্টাচার্য

আলো ∫∫ র বাদল দাস

রূপসজ্জা ∫∫ পঞ্চানন দে

শব্দ প্রক্ষেপণ ∫∫ সন্দীপ দে

দোতারা ∫∫ সুদীপ দাশগুপ্ত

সঙ্গীত ও নির্দেশনা ∫∫ সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত

✤অভিনয়ে✤

বনজোছনা ∫∫ ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

কুহু ∫∫ অর্পিতা সেন

রোশনি রায় ∫∫ সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত

কালোছায়া ∫∫ গৌরী রায়নন্দী

গার্গী ∫∫ মুনমুন ভট্টাচার্য

ডক্টর জাহানারা বেগম জলপাই ∫∫ সুজাতা চট্টোপাধ্যায়

বনজোছনা

চরিত্রলিপি

বনজোছনা

✤✤✤

কুহু

✤✤✤

রোশনি রায়

✤✤✤

কালোছায়া

✤✤✤

গার্গী

✤✤✤

ডক্টর জাহানারা বেগম জলপাই

ব ন জো ছ না

রচনাকাল ২০০৬

প্রথম প্রকাশ ∫∫ প্রতীচী, নিষাদ সংখ্যা ২০০৬

পুনর্লিখন ∫∫ ২০০৭

বনজোছনা

[ডুরে শাড়ি, খোঁপায় ফুল-ছিপছিপে হাসিখুশি মেয়েটা বাইরের দরজা ঠেলে ঢুকে এলো সাদামাঠা ড্রয়িংরুমে। ওর নাম কুহু।]

কুহু ∫∫ এই বাড়িটায় একসময় ছিলাম আমি। ঢুকেছিলাম ঘরমোছা আর বাসনমাজার কাজে। শেষকালে এমন হলো ব্যাঙ্ক-বাজার, সাতবার ইলেকট্রিক-টেলিফোনের অফিসে দৌড়নো, অতিথকুটুম লোক-লৌকিকতা সামলানো...সব....এই কুহু....যেন তারই সোমসার...হুঁ হুঁ...(হেসে) কলকাতার জল পেটে পড়তে হেভি চালু হয়ে গিয়েছসরে'!...রোশনিদিদি বলতে, কুহুটা চালু দি পুরিয়া! (বাড়ির ভেতর একটা কুকুর ডাকছে) টমেটো! টমেটো! ঠিক আমার গলা পেয়েছে! আমায় খুব চিনতো! আমি চলে যাওয়ার দিন খুব কেঁদেছিল। (ডাকে) ট-মে-টো! আমার তুলতুলে বিলিতি বেগুন! (টমেটো সাড়া দেয়) তবে দিদির কাছে আমার খাতিরটা ছিল অন্য কারণে! কুহু না থাকলে তার গপ্পোলেখার গপ্পোটা পেতো কোথায় রোশনি রায়? আজ যে ভূতপেত্নির গপ্পোগাছা লিখে রোশনি রায়ের ব্যাপক নাম ফেটেছে.... গা-ছমছম বুক-ঢিপঢিপ 'বোবা রাতের কান্না' কি 'হনিমুনে হায়না'...চুলখাড়া আর চোখ-ছানাবড়া করা একের পর এক রোশনি রায়ের হটকেক বাজারে বেরুচ্ছে...বেরুচ্ছে কি ফুরোচ্ছে... হতো, বুদ্ধি করে কুহু যদি তারে ভূতের গপ্পে না ভেড়াতো? তবে? হুঁ হুঁ...সাধে কি আর কি আর রোশনি রায়ের মুখে দিনরাত কুহু-কুহু?...

[বাইরের দরজা দিয়ে কুহুকে ডাকতে ডাকতে রোশনি বাড়ি ফিরল। মধ্য-তিরিশের লেখিকা। কাঁধের বইপত্রের ঝুলি, হাতে একটা নতুন কাপড়ের প্যাকেট।]

রোশনি ∫∫ কুহু... কুহু... অ্যাই কুহু, দ্যাখতো...

[কাপড়ের প্যাকেট এগিয়ে দেয়।]

কুহু ∫∫ (খুলে) বাঃ! কতো পড়লো গো দিদি?

রোশনি ∫∫ খোল খোল, ভাঁজ খোল...

কুহু ∫∫ (ভাঁজ খুলে রোশনির গায়ের ওপর কাপড়টা ফেলে) তোমায় হেভি লাগবে গো দিদি! একদম ঝাক্কাস!

রোশনি ∫∫ তোকেও ঝাক্কাস লাগবে! পরে দ্যাখ!

কুহু ∫∫ ওমা, তোমার কাপড় আমি পরব কি... যাঃ!

রোশনি ∫∫ যে আগে পরবে, কাপড় তার! যা যা পরে আয়।

কুহু ∫∫ আমার জন্যে! কেন গো? পুজোর শালোয়ার কামিজ তো তুমি আগেই দিয়ে দিয়েছ!

রোশনি ∫∫ সেটা আমি দিয়েছি, এটা তোকে ভূতে দিচ্ছে...

কুহু ∫∫ ভূতে!

রোশনি ∫∫ সত্যি! দুটো গপ্পো দিয়েছিলি বটে! আরে দুটোই সুপার ডুপার হিট! পুজোর বাজারে কি করলি বলতো! লোকে গপ্পের নাম করে পত্রিকা কিনছে! যা অবস্থা...এরপর তো ভূতপেত্নি শাঁকচুন্নি ছাড়া লোকে আমায় দিয়ে আর কিছু লেখাবে নারে কুহু...

কুহু ∫∫ লেখো না, ভূতের গপ্পোই লেখো! দিদি, তোমারে একটা কথা বলি, মানষের ঘরসোমসারের কথা লিখে আর কিছু হবে নাগো...

ওসব পান্তাভাত আর ভেলিগুড় হয়ে গেছে... লোকে আর খাবে না...

রোশনি ∫∫ খাবে না? ও বাবা, তুই তো লেখালেখিরও সব বুঝে গেছিসরে...

কুহু ∫∫ (লজ্জায়) শুনি তো, তোমার বন্ধুরাই বলাবলি করে...

রোশনি ∫∫ তো কী খাবে লোকে, ভূত?

কুহু ∫∫ (লজ্জায়) খাচ্ছে তো!

রোশনি ∫∫ হুঁ। আচ্ছা তুই যে গপ্পোদুটো দিয়েছিলি, কোত্থেকে দিলি! ও দুটো কোথায় পেলি রে?

কুহু ∫∫ ও সে আমাদের গাঁয়ে। তা তুমি যদি চাও আরো এনে দিতে পারি। মাসে দু-চারদিন ছুটি দেবে, জলপিঁড়ে যাবো, ঝুড়িঝুড়ি ভূতপ্রেতের কীর্তিকলাপ এনে দেব। তুমি শুধু ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখে যাও। লিখে কূল পাবে নাগো দিদি!

রোশনি ∫∫ তোদের জলপিঁড়ে গাঁয়ে বুঝি ভূতের গপ্পোর ছড়াছড়ি?

কুহু ∫∫ শুধু ভূতের গপ্পো! আরর গপ্পের ভূত নেই?

রোশনি ∫∫ ভূতও আছে?

কুহু ∫∫ আছে না? ও বাবা! ভূতের জন্যেই তো জলপিঁড়ের খ্যাতিগো! কথায় বলে, জয়নগরের মোয়া আর জলপিঁড়ের ভূত...

রোশনি ∫∫ তুই দেখেছিস নাকি?

কুহু ∫∫ সবাই কি আর দেখতে পায় গো? পায় একজনই, সে জলপিঁড়ের বনজোছনা। আচ্ছা দিদি, তুমি ভূত-কপালী মানুষ শুনেছো?

রোশনি ∫∫ ভূত-কপালী মানুষ! মানে?

কুহু ∫∫ মানে কপাল গুণে ভূতের দেখা যে পাবেই পাবে। কপালে তাদের ভূত-দেখা লেখা আছে গো! আমাদের বনজোছনা তাই গো!

রোশনি ∫∫ খুব দেখে ভূত! তোদের এই বনজোছনা?

কুহু ∫∫ ছোট্টবেলা থেকে। শুনবে? ছোট্ট খুকু বনজোছনার পুসি বলে একটা বেড়াল ছিল! পেছনের পা-টা একটু টেনে হাঁটতে পুসি! বনজোছনার পায়ে পায়ে ঘুরত, এক বিছানায় শুতো! একদিন ভোরবেলা... বনজোছনা ঘুমোচ্ছে... দেখা গেল কাছে পুসি মরে পড়ে আছে!

রোশনি ∫∫ অ্যাঁ?

কুহু ∫∫ হ্যাঁগো পুসিটা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল তো!

রোশনি ∫∫ ও...

কুহু ∫∫ তা বনজোছনার মা তাড়াতাড়ি মেয়ের ঘুম ভাঙার আগেই মাঠের মধ্যে গর্ত করে পুঁতে রেখে এলো মরা পুসিকে! এদিকে মেয়ে জেগে উঠে পুসিকে খোঁজে... 'আয় পুসি আয়' বলে ডাকে... কাঁদে... মা বলে, কাঁদিসনে, পুসি বেড়াতে গেছে... রাতের বেলা ঠিক আসবে! সন্ধে হতে মেয়েকে আর ধরে রাখা যায় না.... 'ওমা পুসি কখন আসবে? আয় পুসি আয়...' উত্তর এলো, মিঁউ!

রোশনি ∫∫ (আচমকা লাফিয়ে ওঠে) অ্যাই!

কুহু ∫∫ সত্যি দিদি, পা টেনে টেনে সেই বেড়ালটা জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে ঢুকলো...

রোশনি ∫∫ মা-মানে? পুসি! গর্তে পুঁতে রাখা...

কুহু ∫∫ হ্যাঁগো হ্যাঁ। বনজোছনার মুখের কাছে মুখ এনে ডাকতে লাগল, মিউ! মিউ! বনজোছনাও তাকে কোলে তুলে নিল! বাপ-মার চোখের ওপর দিদি... মেয়ে ঐ পুসি নিয়ে খেলা করতে লাগল! বলো, ওটা কি পুসি! বাপ-মা কিছু বলতেও পারছে না! কী ক্যানটাংকার কাণ্ড বলো...

রোশনি ∫∫ (সত্রাসে) তা- তারপর?

কুহু ∫∫ তারপর আরকি... গাঁয়ে মিত্যু হলেই, শোকের বাড়িতে বনজোছনার ডাক পড়তে লাগলো আর বনজোছনাও মরা মানুষটার নাম ধরে ডাকতো, আয় আয় ফিরে আয়...

রোশনি ∫∫ (কুহুর হাত চেপে ধরে) কুহু, এতো দারুণ দিলিরে... দারুণ লেখা যায়রে...

কুহু ∫∫ লেখো না,...ফেনিয়ে ফেনিয়ে কতো লিখবে লিখে যাও। বনজোছনার স্টকে এতো আছে না!

রোশনি ∫∫ মেয়েটাকে একবার দেখাতে পারিস?

কুহু ∫∫ মেয়ে!

রোশনি ∫∫ ঐ যে তোদের বনজোছনা...

কুহু ∫∫ (হেসে কুটিপাটি) মেয়ে কি গো? বুড়ি থুখুড়ি! আমার ঠাকমা!

রোশনি ∫∫ ঠাকমা!

কুহু ∫∫ হ্যাঁগো, ছোট্টবেলা থেকে ভূত দেখছে বুড়ি! হাজার হাজার হয়ে গেল অ্যাদ্দিনে! জলপিঁড়ে গাঁয়ে হেন একটা লোক নেই যে বুড়ির মুখে সেসব কথা শোনেনি। গপ্পোর টানে কতো দূর দূর থেকে যে লোকে ছুটে ছুটে তার ঠাঁয় আসে দিদি!

রোশনি ∫∫ হ্যাঁরে এই পুসির কথাটা তাহলে অনেকেই শুনে ফেলেছে নারে? অ্যাঁ মুখে ছড়িয়ে গেছে বহুদূর?

কুহু ∫∫ সে তো যেতেই পারে...

রোশনি ∫∫ কেউ হয়ত এটা নিয়ে অলরেডি লিখেও ফেলেছে! যাঃ! হ্যাঁরে ঠাকুমা বুঝি সব গপ্পোই বলে ফেলেছে? কীরে?

কুহু ∫∫ নাগো দিদি, সব কী করে ফেলবে! বললাম না বুড়ির স্টকে এতো আছে, সাত জনমেও ফুরোবে না। কেন ফুরোবে বলো... সে তো রোজই ভূতপেত্নি দেখছে... টাটকা টাটকা গপ্পো শোনাচ্ছে...

রোশনি ∫∫ রোজই দেখছে! বাপরে! এতোদিন এসব কথা বলিসনি তো?

কুহু ∫∫ কী বলব দিদি, ঠাকুমা ভূত-কপালী... এসব কি পাবলিসিটি করার ব্যাপার? (চোখ ছলছল) কিন্তু বুড়িটা আর বাঁচবে নাগো।

রোশনি ∫∫ কেন?

কুহু ∫∫ আমি ছাড়া তো বুড়ির সাতকুলে কেউ নেই! সেই আমি এতোদূরে তোমার কাছে চলে এসেছি! একমুঠো ভাত, একঘটি জল দেবারও কেউ নে তার! দিদিগো কোন্ দিন শুনবো একা একা মরে পড়ে আছে দলপাকানো বুড়িটা... (চোখ মুছে) তা আমি বা তাকে নিয়ে কতোকাল সে জলপিঁড়েতে পড়ে থাকি বলো, আমার জীবনটারই বা কি গতি হবে... তাই না?

রোশনি ∫∫ আমি যদি তোর ঠাকমাকে আমার কাছে এনে রাখি, অ্যাঁ, তোরা দুজনে থাকলি আমার কাছে...?

কুহু ∫∫ বুড়ি তো কাজ করতে পারবে না দিদি... তাকে রেখে উল্টে তোমার আরো ঝামেলা হবে গো।

রোশনি ∫∫ আমার যা হবে আমি বুঝবো। তুই জলপিঁড়ে চলে যা। ঠাকমাকে নিয়ে চলে আয়। এতোবড় আমার...তুই-আমি ছাড়া কেউ নেই। ঠাকমা তোর ঘরে থাকবে... যে কদিন বাঁচে, তোর হাতের সেবাযত্ন পাবে!

কুহু ∫∫ (আনন্দে কেঁদে ফেলে) বুড়িটার মহাভাগ্যি গো!

রোশনি ∫∫ যা, আজই চলে যা। ঐ ভূত-কপালী বনজোছনাকে আমার চাই কুহু। আর শোন, তোকে তো এবার আমার সঙ্গে ঠাকুমাকেও দেখতে হবে! মাইনেটা ডবল করে দিলাম তোর।

[কুহু মহাখুশি হয়ে কাপড়ের প্যাকেটটা বুকে নিয়ে ছুটে ভেতরে গেল।]

...হাজার-হাজার ভূত দেখেছে বনজোছনা...! কল্পনার কী বিপুল বিস্তার! কল্পনার ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে ঘুরছে তার চোখের ওপর! দারুণ! হাজার হাজার বার দেখার সংগে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার গল্প! থাকবেইার গল্প ছাড়া ভূত হয় না!... (চুপ করে ভাবে) কিন্তু আমি কি মানুষের কথা না লিখে ভূতপ্রেতরে কথা লিখবো এবার থেকে? ঐ হনিমুনে হায়না? কলেজ স্ট্রিটের পাবলিশার কালোছায়াকে কথাটা বলতেই...

[কালোছায়া ঢোকে। শহরের একটি গ্রন্থ প্রকাশনীর কর্ণধার। পঞ্চাশের ওপরে বয়েস ভদ্রমহিলার। সংগে ব্যাগ আর ছাতা।]

কালোছায়া ∫∫ লিখবে, আলবাৎ লিখবে! আমাকে জিগ্যেস করলে আমি বলবো, পৃথিবীতে তুমি-আমি শেষ পর্যন্ত কেউ টিঁকে থাকবো না, কিন্তু ভূতের গপ্পোর মার নেই ভাই। মাগো! হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নাকে নল... হাতে ভূতের গপ্পো! যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, ভাবতে পারো ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়ে আছে ওয়ারটার বটল আর ভূতের গপ্পো! রোশনি, সত্যিকার কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী সাহিত্য যদি সৃষ্টি করতে চাও, ভূত নিয়ে লোখো!

রোশনি ∫∫ ওহোঃ তুমি বুঝছো না কালোছায়া, ভূত-প্রেত-পরলোক-আত্মা... এসব অন্ধকুসংস্করে আমার কোনোদিন বিশ্বাস নেই! আর যা আমি নিজে বিশ্বাস করি না, তাই নিয়ে লেখালেখি...

কালোছায়া ∫∫ সেতো আমিও বিশ্বাস করি না... তাতে কি হলো? যে খেতে পরতে দেবে তাকে অবিশ্বাস করলেও তার সাথেই ঘর করতে হবে, আমার সোজা কথা! যা বলছি শোনো...

রোশনি ∫∫ তুমি তো বলবেই... ভূতের গপ্পের পাবলিশার... সারা জীবন ভূত নিয়ে আছো! তোমার নামটাই তো কালোছায়া! কালোছায়া মানেই ভৌতিক ছায়া-

কালোছায়া ∫∫ অ্যাউ ভূত... ভৌতিক ছায়া... জীবনের চারপাশে কি রকম ছড়িয়ে রেখেছি দেখো। কলেজ স্ট্রিটে ভৌতিক

রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের একমাত্র প্রকাশনী আমার...! নাম কালোছায়া! আমার পত্রিকার নাম কালোছায়া! আমার বাড়ি কালোছায়া, গাড়ি কালোছায়া! আমার হাজব্যান্ড গরমকালে যে টি-সার্ট, বারমুডাগুলো পরে, সবগুলোর গায়ে লেখা কালোছায়া... আমার বড়ছেলে কালো, ছোট মেয়ে ছায়া!... আমার নিজের বাপের দেওয়া নামাও কোথায় হারিয়ে গেছে... সবাই ডাকে কালোছায়া! (ছাতা খুলে ঘোরায়, দেখা যায় ছাতাতেও লেখা কালোছায়া।) আমার সব কালোছায়া... সবই কালো-কালো ছায়া ছায়া! (হেসে) এখন বলো, রোশনি তোমার সেই ভূত-কপালী বুড়ির কি খবর?

রোশনি ∫∫ এসে গেছে!

কালোছায়া ∫∫ সত্যি!

রোশনি ∫∫ (অন্দরের দরজা দেখিয়ে) ঐ যে...

[থুত্থুড়ি বুড়ি বনজোছনাকে বাড়ির অন্দর থেকে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। ফোকলা গালে হাসছে বুড়ি, অনর্গল কথাও বলছে, যদিও তার একটিরও মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়। অন্ধকার মুখগহ্বরে বায়ুতাড়িত প্রদীপ শিখার মতো জিভটা সবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। একটানা ফুৎকার ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।]

কালোছায়া ∫∫ মাগো! এযে একেবারে অশরীরী ছাঁচে ঢালা ! (টাকার বাণ্ডিল রোশনির হাতে বাড়িয়ে) অ্যাডভানস রাখো! কালোছায়ায় ধারাবাহিক লিখছো ভাই, আসছে মাস থেকেই...

রোশনি ∫∫ এসো গো বুড়িমা, এসো এসো! বলো, আমাদের শহরে এসে কেমন লাগছে বুড়িমা? (বনজোছনা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কথা আরো জড়িয়ে যায়।) এখানে তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাতো বুড়িমা? নাতনির কাছে রয়েছে, যখন যা দরকার মুখ ফুটে খালি বলবে। কোন লজ্জা করবে না, কেমন?

কালোছায়া ∫∫ বাড়ির লোকের মতো খাবে পরবে ঘুরবে... আর আমার রাইটারকে ডেইলি একটা করে গপ্পের ডিম ছাড়বে! রাইটার ডিমে তা দিয়ে গপ্পো ফোটাবে... (বনজোছনা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফুৎকারে ফুৎকারে অস্থির করে তোলে চারধার।) মাগো! একি এইভাবেই কথা বলবে নাকি?

[মগে জল নিয়ে ছুটে এলো কুহু]

কুহু ∫∫ নাগো না, কথাবার্তা পুরো চকচকে... গলা টং টং করে বাজে!... খালি টেনশান হলে যা একটু... (বনজোছনার মাথায় জলের ঝাপটা মেরে) ফুঃ! ফুঃ! বসো দিকিনি... ঠাণ্ডা হয়ে বসো! হয়েছে কি ছায়ামাসি...

কালোছায়া ∫∫ না, ছায়ামাসি না, ছায়া না মাসি না, কালোছায়া... শুধু কালোছায়া!

কুহু ∫∫ হয়েছে কি কালোছায়া, কখনো জলপিঁড়ে ছেড়ে বেরোয়নি তো! শহরে পা দিয়ে সব দেখেশুনে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। (মাথায় ফুঁ দেয়) ফুঃ! ফুঃ! শরীরের পার্টস কোনটা তার বশে রাখতে পারছে না।

কালোছায়া ∫∫ দেখো দেখো রোসনি, হাসিটা কিরকম আনক্যানি! মাগো! দেখলে পেটের ছেলে আঁতকে ওঠে। বুক-কভারে ছাপার মতো হাসি!

রোশনি ∫∫ নামটা কী সুইট!...বনজোছনা!

কুহু ∫∫ ডাকো না দিদি, একবার বনজোছনা বলে ডাকো.দেখো, কিরকম খুশি হবে।

রোশনি ∫∫ যাঃ বুড়ি-মানুষকে নাম ধরে ডাকা যায় নাকি?

কুহু ∫∫ এই দ্যাখো মাঝে মাঝে আমরাও তাই ডাকিগো। ঠাকমাকে সবসময় ঠাকমা বলতে দেয় না ঠাকমা!

কালোছায়া ∫∫ (হেসে) ঠাকমাকে সব সময় ঠাকমা বলতে দেয় না ঠাকমা। মাগো! কিরকম ঠাকমা.?

রোশনি ∫∫ তাই নাকিগো বনজোছনা? তুমি ঠাকমা বলতে দাও না?

[বনজোছনা একগাল হেসে রোশনি র থুতনি নেড়ে দেয়। রোশনি ও খুশি হয়ে বনজোছনার ভাঙা গাল টিপে ধরে।]

ঠাকুমা না. দিদিমা না. বুড়িমা না. তুমি জলপিঁড়ের বনজোছনা.

বনজোছনা ∫∫ তুমি বই নেকো?

রোশনি ∫∫ (খুশিতে) হুঁ-উ!

বনজোছনা ∫∫ বাপে বে দেয়নি?

রোশনি ∫∫ উঁ-হু!

বনজোছনা ∫∫ ছেলেমেয়ে কটা?

কুহু ∫∫ অ্যাই! উল্টোপাল্টা বকছে দ্যাখো। শুনছে বে হয়নি, ছেলেমেয়ে কটা? বলছি কি সেই থেকে? দিদির বাবা স্বর্গে যাবার সময় এই দোতলা বাড়িটা আর এতো এতো কাগজ কলম রেখে গেছে। দিদি বিয়েটিয়ে করবে না. খালি বই লিখবে... দিদি সরস্বতী। মা-সরস্বতী বিয়ে করে?

বনজোছনা ∫∫ বে না করলে সরস্বতী মা হলো কি করে? সেটা বল ছুঁড়ি-

কালোছায়া ∫∫ মাগো! মাথাটা খুব পরিষ্কার। যাকগে, আজেবাজে কথা ছেড়ে কাজের কথাটা পাড়ো রোশনি.

রোশনি ∫∫ ও বুড়িমা, তোমায় কলকাতায় কেন আনা হয়েছে, জানো?

বনজোছনা ∫∫ হ্যাঁ, কলকেতার হাওয়া গায়ে নাগাতে.

কালোছায়া ∫∫ সেতো আছেই. আর কেন?

বনজোছনা ∫∫ আর গড়ের মাঠে বসে নোদ পোহাতে।

কালোছায়া ∫∫ মাগো! রোদ্দুর পোহারার জন্যে গড়ের মাঠ। এতো গামছা ভেজাবার জন্যে সাগর চাইবে।

রোশনি ∫∫ শোন বনজোছনা, তুমি সারা জীবন যে সব ভূতপ্রেত দেখেছো.

কুহু ∫∫ দিদিরে সে সব বলবে, দিদি লিখবে।

বনজোছনা ∫∫ (রোশনি কে) তুমি তেনাদের বই নেকো?

রোশনি ∫∫ তেনাদের মানে?

কুহু ∫∫ ভূতের নাম মুখে আনবে না। খুব ভক্তি তো। সব সময় এনাদের তেনাদের.

বনজোছনা ∫∫ বাছা তেনাদের ছাড়া কারো কথা নিকবে না তুমি। তালে কিন্তু তেনারা খেপে যাবে, হুঁ কোন্ দিক দিয়ে যে তোমারে হুড়কো দেবে...

রোশনি ∫∫ তাই বুঝি ?

বনজোছনা ∫∫ তাই না? তেনারা পোচার চায়। তুমি একবার পোচার শুরু করে, ফের হাত গুটোয়ে নিলে ছেড়ে দেবে? এসো এধারে এসো. গালটা এট্টু বাড়াও দিকি.

[রোশনি মুখ বাড়াতে বনজোছনা চুমু খায়]

কালোছায়া ∫∫ ও তেনাদের নিয়ে লেখে, আর আমি তেনাদের বই ছাপি বনজোছনা.

বনজোছনা ∫∫ ছাপো? তালে তুমিও বাড়াও, তোমারে ও ছাপ্পা মারি.

[কালোছায়া মুখ বাড়াতে বনজোছনা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে]

যা, মুখ ধুয়ে আয়। মুখির পরে একখানা কেলে প্যাঁচার ছায়া পড়ে রয়েছে!

কালোছায়া ∫∫ (হি-হি করে হাসে) ঠিক চিনেছে, দেখলি দেখলি কুহু, ঠিক মুখের মধ্যে কালো প্যাঁচা দেখেছে! তোর ঠাকমার কি দৃষ্টি! মাগো! অলৌকিক!

রোশনি ∫∫ বনজোছনা, তুমি নাকি রোজই 'তেনাদের' দেখো?

বনজোছনা ∫∫ দেখি মানে কী বাছা. দেখা হয়, কথাবার্তা হয়. ঠাট্টাতামাশা হয়. ওঠাবসা হয়.

কালোছায়া ∫∫ (উত্তেজিতভাবে) হয়? হয়?

বনজোছনা ∫∫ না হবার কী আছে? অ কুহু, আমার পেথম বে-টাই তো হয়েছিল তেনাদের একজনের সঙ্গেই।

রোশনি ∫∫ } সেকি

কালোছায়া ∫∫

কুহু ∫∫ হ্যাঁগো, ঠাকুদ্দার সঙ্গে তো পরে হলো. তার আগে তো এক মামদো ভূতের সঙ্গে!

রোশনি ∫∫ } অ্যাঁ!

কালোছায়া ∫∫

বনজোছনা ∫∫ এখনো তিনি আমার খোঁজ খবর নিতে আসেন. ঐ কুহুর ঠাকুদ্দারে মোটে সহ্য করতে পারতেন না। অ কুহু, সেবার জামাইষষ্ঠীর দিন কী কীত্তি হয়েছিল বল.

কালোছায়া ∫∫ ভূতের কীর্তি! মাগো!

রোশনি ∫∫ বলো বলো বনজোছনা, বলতে বলতে থামলে কেন? বলো, জামাইষষ্ঠীর দিন.?

বনজোছনা ∫∫ (হেসে) আগে জিলুপি খাওয়াও, বলব। কালিঘাটের জিলুপির নোভ দেখায়ে ছুঁড়িটা টেনে আনলো, তো এখনো জিলুপির পাত্তা নেই-

কালোছায়া ∫∫ আগে গপ্পোটা বলো, তারপর হবে তোমার জিলুপি।

বনজোছনা ∫∫ হ্যাঁ, গপ্পোটা মেরে দিয়ে শেষে আমায় কলা দেখাবে।

রোশনি ∫∫ (হেসে) ঠিক। আগে জিলিপি।

কালোছায়া ∫∫ (নোট এগিয়ে দেয়) যাতো কুহু, কুড়ি টাকার গরম জিলিপি নিয়ে আয় এক্ষুনি.

বনজোছনা ∫∫ যা নিয়ে আয় ছুঁড়ি.

কুহু ∫∫ এখন এতো বেলায় কোথাও জিলিপি ভাজে নাকি? কাল সকালে গরম গরম খেয়ো। এই টাকা থাকলো আমার কাছে। (টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে) এখন মামদো বরের কথাটা বলো.

বনজোছনা ∫∫ হুঁ, তুমি ট্যাঁকে ট্যাকা গুঁজবো, আর মামদো বরের কথা শোনাবো আমি। এই বয়ে গেছে। দে, আমার ট্যাকা আমারে দে।

কুহু ∫∫ তোমার কাছে দিলে হারিয়ে যাবে। তুমি কিছু খেয়াল রাখতে পারো বুড়ি?

বনজোছনা ∫∫ অ, ট্যাকার খেয়াল রাখবা তুমি. আর গপ্পো শোনাতে খেটে মরবো আমি। যা, বলব না যা।

কালোছায়া ∫∫ বদমেজাজি আছে নাকি?

কুহু ∫∫ নাগো কালোছায়া, মেজাজ ফ্রীজের মতো ঠাণ্ডা। তবে চটে গেলে জ্ঞান থাকে না। অ্যাই ঠাকমা ভালো হবে না কিন্তু.

রোশনি ∫∫ ওঃ কেন গণ্ডগোল করছিস কুহু? এই নাও, আমি তোমায় পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি বুড়িমা।

[বনজোছনা রোশনির নোটটা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে গাঁটে গোঁজে।]

বলো, এবার আমাদের তোমার মামদো বরের ঘটনাটা শোনাও বুড়িমা।

বনজোছনা ∫∫ আরে সবুর করো বাছা। সবে পঞ্চাশটে ট্যাকা পেলাম, কী করে খরচ করব, তার ঠিক নেই. এখন গপ্পো শোনাও! ছোঃ! কলকেতায় পা দিয়ে এখনো কালিঘাটের মায়ের মুখ-দরশন করিনি। আগে দরশন করব, জলপিঁড়ের কচিকাচাদের জন্যে কাঁচের চুড়ি কিনবো- তারপর আর কাজ.

কালোছায়া ∫∫ চলো, এখুনি দর্শন করিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তারপরই শোনাতে হবে। এসে যখন পড়েছি, প্রথম গপ্পোটা না শুনে কালিঘাট থেকে আজ বেরুবো না। কই, ওঠো.

বনজোছনা ∫∫ চলো. অ কুহু.

কুহু ∫∫ (বিরস মুখে) বলো.

বনজোছনা ∫∫ তসরের কাপড়খানা পরায়ে দে।

কুহু ∫∫ জ্বালাতন করবে না বলে দিচ্ছি। তসরের কাপড় তুমি পাচ্ছো কোথায়?

বনজোছনা ∫∫ তা ছেঁড়া বস্তরে মা-র দরশনে যাবো নিকি? বললি কেন কলকেতায় গিয়ে তসরের কাপড় কিনে দিবি.

কালোছায়া ∫∫ (কুহুকে) বলেছিলি নাকি?

কুহু ∫∫ (অপ্রস্তুত) না, মানে কিছুতে জলপিঁড়ে ছেড়ে আসতে চাইছিল না. তাই.

রোশনি ∫∫ ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠাকুমার যা যা লাগবে, বিকেলে বেরিয়ে কিনে নিয়ে আসিস.

কুহু ∫∫ (রেগে, বনজোছনাকে) হয়েছে তো? এবার বলো.

বনজোছনা ∫∫ কি বলব?

কুহু ∫∫ যেটা বলতে বলা হচ্ছে এতক্ষণ? তোমার প্রথম পক্ষের সেই মামদো বরের কথা. জামাইষষ্ঠীর কথা।

বনজোছনা ∫∫ বেরো, দূর হ। যাচ্ছি দরশনে, মুখপুড়ি জামাইষষ্ঠী নিয়ে পড়েছে। মনে নেই, যাঃ।

কুহু ∫∫ অ্যাই বুড়ি। এরপরে হাত চালাবো কিন্তু.

কালোছায়া ∫∫ ও রোশনি,. কী হচ্ছে.

রোশনি ∫∫ ওরে কুহু.

বনজোছনা ∫∫ লক্ষ্মীছাড়ি ছুঁড়ি, নেলগাড়িতে চাপার পর থেকে গপ্পো গপ্পো করে ছিঁড়ে খাচ্ছে...! কলকেতায় টেনে এনে আমারে হেনস্থা করছে রে... মুখপুড়ি হারামজাদী গতরখাগী...

[বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বনজোছনা। তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে-এখন আবার সেই বিচিত্র ফুৎকার-ধ্বনি। হয়তো কুহুকে গালাগাল দিচ্ছে। কিন্তু কুহু নিজের মুখ রাখতে এই সুযোগ রোশনি ও কালোছায়াকে অন্যরকম বোঝাতে লাগল-]

কুহু ∫∫ ঐ তো! ঐ তো!

রোশনি ∫∫ কী! কী!

কালোছায়া ∫∫ }

কুহু ∫∫ বলছে...ঐ তো বলছে...

রোশন ∫∫ কী...কী বলছে?

কালোছায়া ∫∫ }

কুহু ∫∫ ঐ যে গো, বুড়ির প্রথম বিয়ের মালাবাদল...

কালোছায়া ∫∫ তেনার সঙ্গে মালা বদল!

রোশনি ∫∫ কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না রে...

কুহু ∫∫ (বনজোছনার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে) আমি পারছি। আমি সব রিলে করে যাচ্ছি দিদি... (রিলে করে) ছোট্ট মেয়ে বনজোছনার বিয়ে... পাত্তা জলপিঁড়ের... মানে আমার ঠাকুরদা!

কালোছায়া ∫∫ সেকি! এই যে বললি প্রথম বিয়ে তেনাদের একজনের সঙ্গে।

রোশনি ∫∫ শোনো না কালোছায়া, বলতে দাও...

কুহু ∫∫ গায়ে হলুদ হয়ে গেল। ওদিকে আকাশে মেঘ! (বনজোছনা রেগে হাত পা চালায়। কুহু কিন্তু শ্রোতাদের অন্য রকম বোঝায়) বিকেল না হতে কালবোশেখী! একেবারে প্রলয় নাচন গো! ঐ যে দেখাচ্ছে! আমার পিঠের পরে দেখাচ্ছে! যেমনি ঝড় তেমনি বিষ্টি... রাত দশটা বেজে গেল... জলপিঁড়ের বর এসে পৌঁছুলো না...

[কুহুকে শায়েস্তা করতে না পেরে বুড়ি কাঁদছে। কুহু কিন্তু তার মতো বোঝাচ্ছে]

ঐ যে বলছে বিয়েবাড়ি কান্নার রোল উঠেছে! রাতেই বিয়ে না হলে...

রোশনি ∫∫ মেয়ে লগন-ভ্রষ্টা হয়ে যাবে। আর কক্ষনো বিয়ে হবে না! তখন সেইরকম ছিল!

[বনজোছনা কুহুকে থামাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলেছে আর কুহু রিলে করছে]

কুহু ∫∫ বাপকে মেয়ে কিলোচ্ছে...এই যে, এই যেরকম চড় চাপড়া মারছে... ও বাপ, বর এনে দাও। বাপও তখন মাথা চাপড়ে হাঁকল, ওগো কন্যেদায় উদ্ধার করো। একটা ভূতপ্রেতও যদি পাই, তার হাতেই সঁপে দেব।

কালোছায়া ∫∫ কথার কথা, যেমন বলে আর কি...

কুহু ∫∫ তো ঠিক সেই সময় বাড়ির পেছনের পুকুরধার দিয়ে পাস করছিল এক মামদো ভূত!

কালোছায়া ∫∫ মাগো!

কুহু ∫∫ কথাটা তার কানে গেল!

কালোছায়া ∫∫ সাসপেন্স...

কুহু ∫∫ ঢঙ! ঢঙ! রাত বারোটা। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ডাগর ডোগর একটা হিরো টাইপের ছেলে বিয়েবাড়ি ঢুকে বলে, আমি বনজোছনাকে বিয়ে করব!

কালোছায়া ∫∫ সে আবার কে?

রোশনি ∫∫ আঃ কালোছায়া! (কুহুকে) তারপর?

কুহু ∫∫ উলু উলু উলু... কান্না ভুলে বিয়েবাড়ি ফের ঝমঝমিয়ে উঠল। এ ছুটলো পুরুত ডাকতে, ও ছুটলো নাপিত ডাকতে! বনজোছনাকে আর লগন-ভ্রষ্টা হয়ে থাকতে হবে না গো!

কালোছায়া ∫∫ দূর হোক! আবোলতাবোল ছেড়ে সেই মামদোটার কথা বল না...

কুহু ∫∫ কথাটা ঠাকমা বলছে গো কালোছায়া, আমি শুধু রিলে করছি!

রোশনি ∫∫ (কুহুকে) শোন শোন কী বলছে শোন।

[কী একটা সন্দেহ নিয়ে রোশনি ভুরু কুঁচকে কুহুকে লক্ষ্য করছে আর কুহু সেটা বুঝতে পেরে বনজোছনার জিভনাড়া ও ভাবভঙ্গি আরো মনযোগ অনুধাবন করে বলছে...]

কুহু ∫∫ ঠার্কুদা আসা থেকে শরমে লজ্জায় সেই যে মুণ্ডু হেঁট করে আছে... মুখ তুলল গিয়ে সেই শুভদৃষ্টির কালে। (গলায় যথেষ্ট রহস্য ঢেলে) আর যেই না মুখ তোলা...

কালোছায়া ∫∫ কী? কী?

কুহু ∫∫ ও কীরে! জামাইয়ের চোখ দুটো যেন বড্ড গোল গোল!

কালোছায়া ∫∫ গোল-গোল!

কুহু ∫∫ গো-ও-ল... ফুটবলের মতো গো-ও-ল! কুমোরের চাকের মতো সে দুটো বন্-বন্ বন্ করে ঘুরছে...

কালোছায়া ∫∫ কেন?

কুহু ∫∫ ঐ তো মামদো!

কালোছায়া ∫∫ মাগো!

কুহু ∫∫ সব ঢেকেছে মামদো... শুধু ঐ লোভাতুর চোক দুটো লুকোতে পারেনি গো ছায়া মাসি...থুড়ি, কালোছায়া! ঐ চোখই তারে ধরিয়ে দিলে!

কালোছায়া ∫∫ কিন্তু বিয়েবাড়ির মধ্যে ঢোকার সাহস হলো ভূতটার!

রোশনি ∫∫ ওঃ কালোছায়া! কেন বুঝতে পারছো না? খালি বই ছাপলে হয় না! আরে এতো সেই পুরনো ছকে ফেলা গপ্পো। মেয়ের বাবা চেঁচাচ্ছে, ভূতপ্রেত যাকে পাই তার হাতে সঁপে দিই কন্যে...পুকুরপাড় দিয়ে পাস করছে মামদো, কথাটা শুনে সে ভাবল তাকেই ডাকা হচ্ছে-রাইট? এবার মামদোটা বনজোছনাকে উদ্ধার করতে বিয়েবাড়ি ঢুকল। ঠিক আছে? ভূতের সঙ্গে মালাবদল হলো বনজোছনার...তাইতো রে কুহু?

কুহু ∫∫ হ্যাঁ... জানো দিদি, কিছুতে মামদোটা ঠাকুর্দার ঘাড় থেকে নামছিল না গো! অনেক ঝাড়ন-ঝুড়নের পর... (কুহুকে থামাতে না পেরে বনজোছনা এতোক্ষণে ক্লান্ত হয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়ে।) জানো গো কালোছায়া, মামদোটা কিন্তু এখনো ভাবে তারই বিয়েকরা বৌ বনজোছনা।

[বনজোছনা বিড়বিড় করে]

ঐ যে, ঐ যে বলছে, এখনো জামাইষষ্ঠীতে পূজোপার্বণে বনজোছনার তত্ত্বতালাশ করতে আসে, আবার বেয়াড়া দেখলে শাসনও করে...। বনজোছনা যেন তার মনোজোছনা!

কালোছায়া ∫∫ ভূতের সাইকোলজি! রোশনি, ছক যতই পুরনো হোক এখানেই তুমি মেরে দিতে পারবে! এক গপ্পো থেকে কতো গপ্পো গজাবে। সত্যি কথা বলতে কি, বনজোছনা তোমার একটা সোনার হাঁস... সত্যিকার একটা সোনার ডিম পেয়ে গেলে! তা দিয়ে বাচ্চা বার করো!

[শায়িত বনজোছনার দিকে তাকিয়ে]

বুড়ি ঘুমুলো নাকি? রোশনি, উঠে বসলেই ধরবে, মামদোটা কীভাবে তত্ত্বতালাশ করতো জেনে নেবে। তারপর পাতা ভরিয়ে যাও। লিখতে বসো। আমি কিন্তু বিজ্ঞাপন ছেড়ে দিচ্ছি... সামনের সংখ্যা থেকে রোশনি রায়ের ধারাবাহিক... অলৌকিক... রোমাঞ্চিক...

[কালোছায়া দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।]

রোশনি ∫∫ হু! ব্যাপারটা কী হলো রে কুহু?

কুহু ∫∫ (সামান্য ঘাবড়ে) কী ব্যাপার?

রোশনি ∫∫ অ্যাক্টিংটাতো বেশ ভালোই রপ্ত করে ফেলেছিস!

কুহু ∫∫ অ্যাক্টিং!

রোশনি ∫∫ করলি না? ঠাকুমা তোর সংগে ঝগড়া করলো, পেটালো... তুই কেমন তাই দিয়ে দিব্যি একটা মামদো ভূতের গপ্পো ফাঁদলি! কীরে? যেই দেখলি, ঠাকুমার কথা কেউ বুঝতে পারছে না, অমনি আমাদের বোকা বানাতে...

কুহু ∫∫ দিদি, তোমার ছুঁয়ে বলছি, আমি বানাই নি... বুড়িটাই একসময় এতোটা বলেছিল... তাই...

রোশনি ∫∫ কিন্তু সেটা তোর মুখ থেকে শোনবার হলে বনজোছনাকে এখানে আনলাম কেন? যা শোনার ওর মুখ থেকেই শুনবো আমি!

কুহু ∫∫ বুড়িটা যে এইভাবে মুখ এঁটে বসে থেকে আমারে ডোবাবে... ইচ্ছে করছে চিমটে দিয়ে জিব টেনে ছিঁড়ে দিই...

রোশনি ∫∫ গার্গীকে ডাকছি! মনে হচ্ছে, বুড়ো বয়সে শহরে এসে গল্প বলার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেছে তোর ঠাকুমার! গার্গী দেখে যাক্! ডাক্তার যা জিজ্ঞেস করবে, ঠিক ঠিক বলবি...

কুহু ∫∫ আমাদের জন্যে তোমার কত খরচ হচ্ছে দিদি...

রোশনি ∫∫ তোকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না।

[রোশনি ভেতরে যায়। বনজোছনা চুপচাপ শুয়ে আছে]

কুহু ∫∫ অ্যায় বুড়ি! কী সব্বোনাশ হলো বুঝতে পারছো? দিদি আমারে কী ভাবলো! তোমার জন্যে আমারে চালাকি করতে হলো! কেন মুখ নেড়ে একটা গপ্প বলতে পারছ না? জীবনভোর জলপিঁড়ের এতোজনেরে এতো শোনালে... পেলে তো এই থোড়! ঠিক যখন শোনাতে পারলে রাজসুখে জীবন কাটানো যায়, তখনি তোমার জিবে যতো রোগ বাঁধলো! নেকী বুড়ি, এখন আমার কী হবে? তোমার জন্যে যে আমার বিশ্বাসের জায়গাটা টলোমলো হয়ে গেল, সেটা বোঝো! মরোগে যাও, তোমার সঙ্গে আর সম্পক্কোই রাখবে না! কেন কিসের দায় পড়েছে! তোমার আর সব নাতিপুতিরা গেল কোথায়?

[কুহু চলে যেতে পা বাড়ায়, বনজোছনা ঐ শোয়া অবস্থাতেই তার কাপড় টেনে ধরে।]

না ছাড়ো বলছি ছাড়ো!

[বনজোছনা ছাড়ে না। রোশনির সেই পঞ্চাশ টাকার নোটটা কুহুর হাতে দিচ্ছে।]

না, আমি নেবো না। লোকে ভাববে আমি তোমার টাকা হাতাচ্ছি!

[বনজোছনা নোটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

তালে গপ্পের বাকিটা দিদিরে শোনাবে বল... তোমার প্রথম পক্ষের বর মামদোটা তোমার মন পেতে সারাজীবন যা যা করেছে... যা যা তুমি অনেকবার জলপিঁড়েতে বসে আমাদের শুনিয়েছ...

[দেখে বনজোছনা ঘুমিয়ে পড়েছে।]

অ্যাই অ্যাই ঠাকমা...! (বনজোছনা সাড়া দেয় না) উঁ! এটা কি তোমার ঘুম, না কাপ ধরে পড়ে থাকা? ঠিক আছে। খিদে পাবে না! আজ গপ্পো না শোনালে খেতে দেওয়া হবে না, বুঝলে শয়তানী!

[কুন্থ পঞ্চাশ টাকার নোটটা বনজোছনার আঁচলে বেঁধে দিয়ে ভেতরে যায়, বনজোছনা উঠে বসে]

বনজোছনা ∫∫ উঁ! খেতি দেবে না! না দিয়ে পারল ছুঁড়ি! এই তো কদিন ধরে খেয়ে দেয়ে এ বাড়িতে দিব্যি আমার দিন কেটে যাচ্ছে। খাচ্ছি দাচ্ছি পেট ঠাণ্ডা করে ঘুমুচ্ছি... আর ভাবছি, আবার কখন খেতি দেবে! কাল সকালে জিলুপি দিয়েছিল, নেতে দিলে একবাটি বাবরি! ভাবছি আবার কখন দেবে বাবরি! (জিব চাটতে চাটতে) বড্ড সোয়াদ নেগে রয়েছে গো? বলো দিকিনি এই জিব দিয়ে কখনো তেনাদের কথা বলা যায়? বলতে গেলেই ফুত-ফুত হয়ে যাচ্ছে। দেখি গার্গী ডাক্তার তো চেষ্টা চালাচ্ছে। বলছে আমায় দিয়ে নাকি গপ্পো বলিয়ে ছাড়বে! তা বলায় বলিয়ে নিক... পারে যদি আমার ফুতফুতানি বন্দ করে দিক না। আমারই তো ভালো! (বাইরে গার্গীর গলা শুনে) ঐ যে! ডাক্তার আসছে!

[বনজোছনা শুয়ে পড়ে। সদ্য পাশ করা তরুণী ডাক্তার গার্গী ঢুকছে। আড়ালে কুকুরটা ডেকে উঠল।]

গার্গী ∫∫ হাই টমেটো! ... নো নো ডগি, দিস ইস আনফেরায়! হিয়ার ইজ ইওর ফ্রেন্ড! কোয়ায়েট... প্লিজ টমেটো!

[কুকুরের ডাক বন্ধ হলো। ভেতর থেকে রোশনির গলা এলো।]

রোশনি ∫∫ (আড়ালে) গার্গী...?

গার্গী ∫∫ ইয়া! লিখছো নাকি?

রোশনি ∫∫ (আড়ালে) আসছি রে!

গার্গী ∫∫ প্লিজ না, রোশনিদি... পেশেন্ট দেখে আমিই তোমার কাছে যাচ্ছি। (বনজোছনাকে হাত ধরে তুলে বসায়) কেমন আছো ঠাকুমা? (বুড়ি হাসে) আ, লাভলি! (বুড়ির হাতে প্রেসার মাপার যন্ত্র জড়াতে জড়াতে) রাতে ঘুম হয়েছিল ঠাকুমা? (বুড়ি ঘাড় নাড়ে) ভেরি গুড! হাঁ করো ঠাকুমা... (বুড়ি হাঁ করে) ও-কে! ... জিব দেখাও ঠাকুমা... (জিব দেখে) ফাইন! প্রেসারও নরম্যাল! এভরি থিং ইন পারফেক্ট কন্ডিশন! ঠাকুমা পাশ... একশোর মধ্যে একশো পেয়ে পরীক্ষায় পাশ! ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট! এবার একটা গল্প শোনাও ঠাকুমা...! আচ্ছা ঠাকুমা, তোমার প্রথম পক্ষের বর মানে মিস্টার মামদো... আই মিন, যিনি এখনো মনে করেন, তুমি তাঁর ওয়াইফ... যাকে বলে ধর্মপত্নী... কখন কিভাবে, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে...

[রোশনি নীরব পায়ে অদূরে এসে দাঁড়ায়]

বনজোছনা ∫∫ কি করে বলি বলো দিকিনি, কলকেতায় পা দিয়ে তেনার টিকিটাও দেখিনি। নেলগাড়িতে চেপেছি কি তেনার স্মিতিও জম্মের মতো হারিয়েছি...

গার্গী ∫∫ না, না, কিছু হারায়নি! সব আছে ঠাকুমা। একটু চেষ্টা করো, সব মনে পড়বে!

বনজোছনা ∫∫ বলছ? চেষ্টায় হবে? তাহলে একটু বাবরি এনে দাও, বাবরি খেয়ে চেষ্টা করি...

গার্গী ∫∫ বাবরি! সেটা কি?

রোশনি ∫∫ রাবড়ি!

গার্গী ∫∫ (হেসে) ও হো হো, হবে, রাবড়ি হবে! যা খেতে চাইবে সব হবে! আচ্ছা ঠাকুমা, জলপিঁড়েতে খুব দেখা হতো তোমাদের দুজনের?

বনজোছনা ∫∫ হতো না? ও বাবা, যখন তখন... ঘুরতে ফিরতে... জলপিঁড়ের বাঁসবাগানে বেলগাছতলায় সন্ধেবেলায় পুকুরঘাটে জোছনারাতে... ঐ সেই ভোমরার মতো চোখ ঘুরছে... দুকুর বেলা ভাত খেতে বসেছি, পাশ থেকে ধমক মারলে, কাঁটা বেছে খাও...

গলায় ফুটবে না! ... তাপ্পর...

রোশনি ∫∫ তারপরে? তারপর?

[বনজোছনা বেশ আবেগ দিয়ে পরের কাহিনি বলতে গিয়ে আবার ঝামেলা বাঁধালো। আবার সেই বিচিত্র ফুৎকার এবং তাই শুনে আড়ালে টমেটোর চিৎকার।]

রোশনি ∫∫ ওঃ টমেটো! থাম থাম! গার্গী!

[গার্গীর চেষ্টায় বনজোছনা ও রোশনির ধমকে টমেটো চুপ করল।]

গার্গী ∫∫ আস্তে আস্তে বল। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি একবার সেই 'আয় আয়' বলে ডাকতে সেই মরা পুসি কবর থেকে উঠে এসেছিল না?

বনজোছনা ∫∫ হুঁ! আমার ডাক তেনারা ফেলতে পারে না।

গার্গী ∫∫ তবে এই বাড়িতে ডাকো না একবার... ডাকো আয় আয়...

বনজোছনা ∫∫ ডাকবো? তা ডাকতে পারি, যদি একটু পাতাল-নেলে চড়িয়ে আনো। ঘুরে এসে ডাকি-

গার্গী ∫∫ রোশনিদি! মেট্রোরেল!

রোশনি ∫∫ (খুশিতে) বেশ তো! তাই হবে বনজোছনা...

বনজোছনা ∫∫ আর ঐ বিদ্যেসাগরের নামে যে পুল হয়েছে... তার ওপরে ঘুরবো...

গার্গী ∫∫ সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ! সব খবর নিয়ে এসেছে গো!

বনজোছনা ∫∫ আর এট্টু গঙ্গাচান করিয়ে আনো...

রোশনি ∫∫ হবে! সব হবে বনজোছনা! তালে আজ রাতে তেনাকে ডাকছ... আর তোমাদের দুজনের যা-যা কথা হয়, তক্ষুনি তা আমায় বলছ...

বনজোছনা ∫∫ তা'লে আমারে একটু হোটেলে বসে ভালোমন্দ খাওয়াতে হবে বাছা...

গার্গী ∫∫ (প্রবল উৎসাহে) আরে হোটেল হবে তোমার..., এক্ষুনি চল, বড় হোটেলে বসিয়ে খাওয়াব ঠাকুমা। কিন্তু তারপরে আমরা যা বলব শুনবে তো?

বনজোছনা ∫∫ ডাকতে বললে ডাকবো! তবে অমাবস্যের আগে তেনারা কেউ এ বাড়িতে পা-ও দেবে না।

রোশনি ∫∫ অমাবস্যো! প্রায় একমাস দেরি যে রে গার্গী...

গার্গী ∫∫ কী হচ্ছে ঠাকুমা, একটু তাড়াতাড়ি করো...

বনজোছনা ∫∫ তা যার যেমন সময় লাগে! গাছের ফল তার সময়ে পাকবে, তলায় পড়বে। তবে অমাবস্যেতও যে তেনারা দেখা দেবেই তা বলা যায় না!

রোশনি ∫∫ ব্যাপার কী! সব্বাই বলে তুমি গপ্পোবলা বুড়ি, গপ্পো বলতে ভালোবাসো। তোমার তো দেখছি সেদিকে কোন ইচ্ছেই নেই।

গার্গী ∫∫ ঠাকুমা, এবার কিন্তু আমাদের খারাপ লাগতে শুরু করেছে...

বনজোছনা ∫∫ তা বাপু, যা সত্যি তাইতো বলব! তোমরা জ্ঞানীগুণী নোক, ঘরে ঘরে এতো বই কিতাব... এতো বিদ্যেবুদ্ধি তেনারা সইতে পারে না গো! ... তেনারা মুখ্যুসুখ্যু শন্তিপ্পিয় জীব... ঐ বাঁশবাগানের আঁধারেই তেনাদের আরাম গো...

গার্গী ∫∫ প্লিজ আর গোলমাল করো না ঠাকুমা, চলো দিকিনি, আজ। এক এক করে সব ইচ্ছে পূরণ করে দিই তোমার। যাও, কাপড়টা পাল্টে এসো-ওরে কুহু, তোর ঠাকুমাকে রেডি করে নিয়ে আয়... আমি গাড়িতে আছি...

[বনজোছনা মহানন্দে সেই বিচিত্র ধ্বনি তুলে ভেতরে যায়]

রোশনদি, আমার পেশেন্ট আমি নিয়ে যাচ্ছি। তবে একটা কথা বলি রোশনিদি, আমার তো মনে হচ্ছে, পারশিয়াল লস্ অব মেমারি! আর এই বয়েসে ওটা যদি শুরু হয়, থামানো যাবে না! তবে তা যদি না হয়, হোপফুলি, তোমার ভেনচার অমাবস্যের আগেই সাকসেসফুল হবে! বাই...

[গার্গী বেরিয়ে গেল। আড়ালে কুকুরের ডাক।]

রোশনি ∫∫ (আপন মনে তর্ক জোড়ে) ভেনচার...! কি আমার ভেনচার? ভেরি স্ট্রেট অ্যান্ড সিম্পল! বনজোছনার মুখে ভূতের গপ্পো শুনবো! ... কেন শুনবো? শুনে লাভ? ...যেহেতু ঐ গল্পগুলো আমার কল্পনার সলতে উসকে দেবে! তাই শুনবো!... (হাসে) হাস্যকর বায়না বটে! অলৌকিক জগত নিয়ে পৃথিবীর এতো দেশের এতো শিহরণ জাগানো অভিনব সব কল্পকথা থাকতে, ইনটারনেট থাকতে, আমি কেন... কেন বাংলার একটা প্রান্তিক গাঁয়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুড়িকে নিয়ে পড়েছি? বুড়িটার ভূতের গপ্পে কি এতোটুকু ভয় আছে, যে... (থামে, চুপ করে থাকে) নেই... ভয় নেই... বুড়ির কাহিনিতে এতটুকু ভয় নেই...! তাইতো এত অভিনব! ভূতপ্রেত সব যেন তার ঘরের লোক! কল্পনার অলৌকিক জগতটাকে এমন করে জীবন-সংসারের সংগে একাকার করে নিতে পেরেছে আর কে, আমার গ্রামবাংলা যা পেরেছে! (থেমে, হেসে) ঐ বুড়িটার কাছে... সেই আশ্চর্য ভূতেরা সব আছে, যারা কাঁটা বেছে মাছ খেতে বলে!

[কালোছায়া ঢোকে]

কালোছায়া ∫∫ এতো বেশ ভাবনার কথা হলো রোশনি।

রোশনি ∫∫ কি হলো?

কালোছায়া ∫∫ মাগো! আমাদের বনজোছনার ক-জন নাতি নাতনি বলো তো?

রোশনি ∫∫ কুহু ছাড়া আর কেউ নেই বুড়ির।

কালোছায়া ∫∫ কে বলেছে! অন্তত আরো পাঁচ সাতজন আছেই। বিকেলে দল বেঁধে আমার দোকানে চড়াও হয়েছিল সবাই!

রোশনি ∫∫ কারা তোমার দোকানে? কুহুর ভাইবোন?

কালোছায়া ∫∫ বুঝলাম তো ভাই সেইরকমই। কেউ বাঁ-কোলে কেউ ডান-কোলে বসে নাকি ঠাকুমার গপ্পো শুনেছে! সেই সুবাদে টাকা ডিমান্ড করল!

রোশনি ∫∫ টাকা! টাকা কিসের!

কালোছায়া ∫∫ বাঃ তাদের ঠাকুমাকে নিয়ে আমরা ব্যবসা খুলেছি! লাভের ভাগ চাই না?

রোশনি ∫∫ ব্যবসা খুলেছি!

কালোছায়া ∫∫ তাতো বলতেই পারে রোশনি! ধরো আমি বিজ্ঞাপন ছেড়েছি। জলপিঁড়ের বনজোছনার সত্যি ভূতের গপ্পের ভিত্তিতে জীবনমুখী ভৌতিক উপন্যাস। তবে বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে ভূতের গপ্পের বনজোছনার রাইট স্বীকার করে নেওয়া হলো না?

রোশনি ∫∫ তুমি কি ওদের টাকা পয়সা দিয়েছ নাকি?

কালোছায়া ∫∫ কিছুতো দিতেই হল। কলেজ স্ট্রিটের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে! বাজারে কালোছায়ার বদনাম হয়ে যাবে না! সেই সঙ্গে তোমার ঠিকানাটাও ওদের দিয়ে দিলাম।

রোশনি ∫∫ কেন?

কালোছায়া ∫∫ ঠাকুরমাকে দেখবে! আমিও দেখলাম, আসুক-এই চানসে কিরকম নাতি-নাতনি তারা, সেটাও পরখ করে নেওয়া যাবে। (ডাকে) কুহু... কুহু...

রোশনি ∫∫ ওরা সব গার্গীর সংগে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে!

কালোছায়া ∫∫ ভালো একটা মাসতুতো বোন সাইকিয়াট্রিস্ট পেয়েছো বটে রোশনি! কিছু সবিধা করতে পারল?

রোশনি ∫∫ দেখছে। কিন্তু... তুমি কিন্তু ঠকে গেছ কালোছায়া! তোমার মত ধুরন্ধর পাবলিশারের মাথায় হাত বুলিয়ে বেরিয়ে গেল কিনা কোথায় কোন্ জলপিঁড়ে গাঁয়ের ছেলেমেয়ে!

[কালোছায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে হাসছে রোশনি। এমন সময় অদ্ভুত সাজ পোশাকে বাইরের দরজায় যে মধ্যবয়সিনী এসে দাঁড়াল, তার কথায় ওপার বাংলার টান]

আগন্তুক ∫∫ ভাই শোনেন না... হেইডা কি বিখ্যাত ভূতকথা সাহিত্যিক রোশনি রায়ের বাসা?

রোশনি ∫∫ হ্যাঁ। আপনি?

আগন্তুক ∫∫ আপনে রোশনি রায়? পাইছি তালে! (ভেতরে ঢুকে) আমি ডক্টর জাহানারা বেগম জলপাই। ডক্টর জলপাই বইলাই দু-বাংলার লোকে চিনে আমায়। ফোকের উপর আমার পি-এইচ-ডি ডক্টরেট!

কালোছায়া ∫∫ কিসের ওপর?

জলপাই ∫∫ ফোক! ফোক!

কালোছায়া ∫∫ ফোক! ফোক মানে!

জলপাই ∫∫ খাইছে আপনে ফোক বোঝেন না আপা? (কালোছায়া ঘাড় নাড়ে) ফোক হইতাছে... মানে ফোকের ডেফিনিশান হইতাছে, যা কিছু ফোক, তারে কয় ফোক!

কালোছায়া ∫∫ যা কিছু ফোক তারে কয় ফোক! মানে?

রোশনি ∫∫ (হেসে) শোনো শোনো, ফোক না বোঝ লোক বোঝ তো! লোকজীবন... লোকসংস্কৃতি... লোকাচার... লোকশিল্প... লোকবিশ্বাস... লোকঐতিহ্য... মানে লোকসমাজ উত্তরাধিকারসূত্রে আদ্যিকাল থেকে যা যা পেয়েছে... পেয়ে আসছে... যা তার অর্জিত নয়...

জলপাই ∫∫ (কালোছায়াকে) এই দেহেননি আপা, আমার পোশাক খেয়াল করেন। ব্যাল্টের বদলে পাটের দড়ি বাঁধছি। ক্যান বাঁধছি? দড়ি ফোক। দ্যাহেন আমার কাঁধে তালাপাতার ব্যাগ! তালপাতা ফোক। চাদরের বদলে কাঁধে গামছা লইছি। গামছা ফোক। আমাক অরনামেন্টস দ্যাহেন, কুলের বিচি আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো হইছে...

কালোছায়া ∫∫ (এতোক্ষণে বুঝেছে) কুল ফোক, কঞ্চি ফোক!

জলপাই ∫∫ দ্যাহেন রুইমাছের আঁশের টিপ পরছি...

কালোছায়া ∫∫ রুইমাছ ফোক?

জলপাই ∫∫ অল ফোক! আমার নামের মধ্যেও...

রোশনি ∫∫ (মুচকি হেসে) জলপাইও ফোক!

জলপাই ∫∫ ঠিক ধরেছেন! ডক্টর জাহানারা বেগম জপলাই-এর নাথিং ফেক... অল ফোক!

রোশনি ∫∫ ডক্টর জলপাই, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

জলপাই ∫∫ কইতাছি! তার আগে আমাগো কর্মসূচির বিস্তৃত পরিচয় সাইরা লই। আপনে সাহিত্যিক, আপনে মর্ম বুঝবেন! আমরা পূর্ব বিশ্বের ফোকবন্ধুরা...

কালোছায়া ∫∫ কী বন্ধু?

জলপাই ∫∫ বাধা দিবেন না। ফোকবন্ধুরা একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ছি... উদ্দেশ্য, সাউথ ইস্ট এশিয়ার দেশগুলায় যেখানে যতটুকু ফোক ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে, সব কালেক্ট কইরা পশ্চিম বিশ্বে চালান দেওয়া। এই সংগঠনে ভারতের ফোকবন্ধুও আছে। সেই আমাগো চেয়ারম্যান!...অহন আপনের কাছে আইছি; ফোকবুড়িরে লইয়া যামু...

রোশনি ∫∫ ফোকবুড়ি! ফোকবুড়ি মানে!

জলপাই ∫∫ আপনের বনজোছনা।

কালোছায়া ∫∫ ফোকবুড়ি কেন হবে?

জলপাই ∫∫ (বিরক্ত হয়ে) আরে ভূত তো ফোক নাকি? তা ভূতের গপ্পো বলা, হেইডা তো ফোক-আর্ট পারফরম্যানসের মধ্যে পড়ে, নাকি? আপনেরে তো বুঝাইয়া পারা যায় না! (রোশনির দিকে ঘুরে) ফোকবুড়িরে দিয়া আমরা ফোক-ভূতের গল্প বলামু... তার ভিডিয়ো কইরা ব্যাংককের ফোকোৎসবে প্রেজেন্ট করা হইব...

রোশনি ∫∫ কে আপনাকে বনজোছনার খবর দিয়েছে জানি না। আপনি এখন আসুন। তাকে দিয়ে এসব হবে না।

জলপাই ∫∫ ক্যান? কী কারণে হইবে না?

কালোছায়া ∫∫ হবে না... তার কারণ হবে না!

জলাপাই ∫∫ (কালোছায়াকে দেখিয়ে) ইনি কেডা কন দিহিনি...

কালোছায়া ∫∫ আমি কলেজ স্ট্রিটের সুবিখ্যাত কালোছায়া প্রকাশনীর...

জলপাই ∫∫ কালোছায়া! হ বুঝছি! তা হইব না ক্যান কইতাছেন...

কালোছায়া ∫∫ কেন? ঐ যে আপনার কেন'র উত্তর...

[বাইরে থেকে বনজোছনা ও কুন্থু ঢুকছে। বনজোছনার সাজগোজ বিস্তর। তসরের কাপড়, দামী চাদর, দুহাতে রঙ বেরঙের কাচের চুড়ি, গলায় ঝিনুকের মালা, বাচ্চা মেয়েদের মতো জোড়া বিনুনি-তাতে লাল ফিতের তারা ফুল! সব মিলিয়ে জলপিঁড়ের থুত্থুড়ি বেশ চমকদার।]

জলপাই ∫∫ আরে! এই নাহি সেই ফোকবুড়ি! অ ফোকবুড়ি, যাইবা নেহি আমার সাথে ব্যাংককে ফোকোৎসবে? ভূতের গপ্পো কইবা... সোনার ম্যাডেল পাইবা- (বনজোছনা এই অদ্ভুত প্রস্তাবে খুব উত্তেজিত হয়ে কুন্থুর কাছে ঘেঁষে সেই ফুৎকারে চারদিক সচকিত করে তোলে।) হায় হায়, এ কারে দেহি? এযে মত্ত দাদুরী!

কালোছায়া ∫∫ মত্ত দাদুরী! সেটা আবার কি ব্যাপার ডক্টর জলপাই?

জলপাই ∫∫ দাদুরী বোঝেন না! আপনে তো হতাশ করলেন দেহি আপা... (রোশনি কালোছায়ার সাহায্যে মুখ খুলতে যায়) না, আপনে কইবেন না ভাই। (কালোছায়াকে) মত্ত দাদুরী-ডাকে ডাহুকী... ফোককবি বিদ্যাপতি পড়েন নাই?

কালোছায়া ∫∫ না পড়িনি! নিজের লাইনে লেখাপড়া করে কুলিয়ে উঠতে পারছিনে...

রোশনি ∫∫ সত্যি কালোছায়া, ভূতের বই ছাড়া আরো যে কিছু পড়ার আছে...

জলপাই ∫∫ দাদুরী হইল ভ্যাক!

কালোছায়া ∫∫ ভ্যাক! ভ্যাক কী?

জলপাই ∫∫ ভ্যাক! ভ্যাক জানেন না? আপনে হইছেন বাংলা বই-এর পাবলিশার! ভ্যাক! ভ্যাক!

কালোছায়া ∫∫ হ্যাঁ, কী? কী সেটা?

জলপাই ∫∫ বেঙ! সাদা বাংলায় যারে কয় বেঙ! বোঝলেন? বেঙ ফোক-লেংগু।

কালোছায়া ∫∫ বেঙটা কী?

জলপাই ∫∫ বে-ঙ! বেঙ জানেন না? (চিৎকার করে) ইংরাজি বুঝেন? ইংরাজিতে যারে কয় ফ্রগ! কন ফ্রগ কী?

কালোছায়া ∫∫ না, পরিস্কার হয়ে গেছে! ফ্রগ সব ক্লিয়ার করে দিয়েছে!

জলপাই ∫∫ (বনজোছনাকে) চলো ফোকবুড়ি। ভিডিও রেকর্ডিং করবা চলো... (বাইরে দেখিয়ে) ঐ যে তোমার জন্যে আমার ক্যামেরা বইসা আছে... (বনজোছনা দুর্বোধ্য বকবকানি শুরু করেছে। কুহুর পেছনে লুকোয়) আসো তোমারে আমি ইনটারন্যাশনাল একসপোজার দিতেছি ফোকবুড়ি...

রোশনি ∫∫ ওহোঃ এসব বন্ধ করুন! যা কুহু ঠাকুমাকে ভেতরে নিয়ে যা। (বনজোছনাকে নিয়ে কুহু চলে গেল।) কী রেকর্ডিং করবেন আপনি? কথা বলতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছেন না! গল্প বলবে কী করে?

জলপাই ∫∫ কথা লাগবো না ভাই, ঐ ফুৎকারেই চলব। ঐ ফুতফুতের মধ্যেই তো আসল ফোক!

রোশনি ∫∫ ডক্টর জলপাই আমি ধৈর্য হারাচ্ছি!

জলপাই ∫∫ শোনেন না, ফ্রেমের বাম পাশে ফোকবুড়ি ফুৎ-ফুৎ চালাইব... ডান পাশে খাড়াইয়া আমি আমার গল্প চালাইয়া যামু! হ্যা হ্যা... কে বুঝাতেছে, কোনডা আফ্রিকার ফোক, কোনডা সাউথ ইস্ট এশিয়ার জলপিঁড়া গাঁয়ের।

কালোছায়া ∫∫ ছিঃ! ছিঃ!

জলপাই ∫∫ ছি-ছিক্কার করেন ক্যান?

কালোছায়া ∫∫ ছিঃ! আমায় দাদুরীর মানে শেখানে, আর আপনার এটা কোন্ ধরনের চাতুরি? আফ্রিকার জিনিস আপনি জলপিঁড়ের বলে চালাবেন!

জলপাই ∫∫ আর আপনেরা কি করতাছেন শুনি? তার গল্প নিজের বইলা চালায় না আপনের রাইটার? বনজোছনারে বলপূর্বক হরণ করছেন ক্যান?

রোশনি ∫∫ আপনার কাজ আর আমার কাজের তফাৎ বোঝার ক্ষমতা আপনার আছে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু হরণ দেখছেন কোথায়? বনজোছনা তার নাতনির কাছে রয়েছে...

জলপাই ∫∫ নাতিন! যার কুনো পোলাপান হয় নাই, তার নাতনি আসে কোথা হইতে? বনজোছনা বন্ধ্যা রমণী!

রোশনি ∫∫ বন্ধ্যা!

কালোছায়া ∫∫ এসব আজগুবি খবর কোত্থেকে আনলেন আপনি...

জলপাই ∫∫ যান জলপিঁড়ায় গিয়া শুইনা আসুন- সত্য না মিথ্যা! আমি ফোক-কালেকশানে জলপিঁড়ায় পাঁচ দিন ছিলাম! আপনে ঘরে বইসাই কাজ গুছান!

রোশনি ∫∫ কুহু... কুহু...

জলপাই ∫∫ ডাকেন, কারে ডাইকবেন! কুথাও কেউ নাই বুড়িটার। হবে হ্যাঁ, নিজের না থাকলেও বুড়ি মনে করে জলপিঁড়ার সবাই তার আপনজন। আর জলপিঁড়ার বাচ্চাগুলান তো ঠাকমা বইলতে অজ্ঞান। গল্প বলার সেতু দিয়া বুড়ি তাগো লগে সম্পর্ক রচনা করে। বাচ্চাগুলানও ঐ স্পেলে পইড়া মনে করে, বুড়ি উয়াদের আপন দাদিমা! হইতে পারে আপনের কুহু সেই রকম এক বাচ্চা!...

রোশনি ∫∫ আপনি যান... প্লিজ আপনি এখন যান...

জলপাই ∫∫ হ... যাইতাছি। তবে শীঘ্রই আবার আমাগো দেখা হইব। আমরা যে সবাই ফোক খুঁজতাছিরে ভাই, রুটস খুঁজতাছি... না হইলে আজকের দুনিয়ায় আমাগো কোনো আইডেনটিটি থাকব নারে ভাই! পাত্তা পামু না!

[জলপাই বেরিয়ে গেল। গালে হাত দিয়ে ভুরু কুঁচকে বসে আছে রোশনি।]

কালোছায়া ∫∫ দুপুরবেলা জলপিঁড়ের ছেলেমেয়েগুলোর কথা শুনে আমারো কিন্তু মনে হচ্ছিল, কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে রোশনি। কিন্তু একটা বড় কাঁচা কাজ হয়ে গেছে... কুহুর কথা শুনে বুড়িকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসে ভালো করোনি! কী হতো বলো, যদি বুড়ির একটা অঘটন ঘটে যেত! মাগো! বড় ফ্যাসাদে পড়ে যেতে রোশনি। এখন যত তাড়াতাড়ি পারো... বুঝলে তো?

[কুহু আসে]

কুহু ∫∫ আমায় ডাকলে দিদি?

কালোছায়া ∫∫ আমি তবে আসি রোশনি... মাগো বড্ড বাঁচা বাঁচে গেছি!

[কালোছায়া দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।]

রোশনি ∫∫ কুহু...

কুহু ∫∫ জানি কী বলবে তুমি!

রোশনি ∫∫ তোর নিজের ঠাকুমা নয়?

কুহু ∫∫ (রোশনির কাছে গিয়ে) রাগ করো নাগো দিদি, আমি তার রক্তের নাতনির চেয়েও বেশি আপন গো! সেও...

রোশনি ∫∫ মিথ্যে কথা বললি তুই!

কুহু ∫∫ দিদিগো, সেও তাই ভাবে গো... ঐ আমরা যারা বনজোছনারে ঘিরে বসে গপ্পো শুনে বড় হয়েছি বুড়ি ভাবে আমরা তার রক্তের নাতিনাতনি! আমরা ছাড়া তার আর কেউ নেই গো!

রোশনি ∫∫ কিছু একটা হয়ে গেলে আমার কী সর্বনাশ হতো বলতো। থানা পুলিশ... আমি ভাবতে পারছি না, তুই আমায় এই ভাবে ঠকালি!

কুহু ∫∫ কী করব! যা করেছি, বুড়িটাকে বাঁচাবার জন্যে গো! গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেরা বড় হয়ে যে যার কাজে বেরিয়ে যায়, মেয়েদের বে-থা হয়ে যায়...! কেউ আর গপ্প-বলা ঠাকমার সঙ্গে সম্পক্কো রাখতে পারে নাগো! শুধু আমি তারে ছাড়তে পারিনি দিদি! ঠাকমাও এতো বুড়ি হয়ে গেছে, নতুন বাচ্চারা কেউ আর কাছে ঘেঁষে না! কী নিয়ে থাকবে বুড়িটা... আমিও বা তারে ফেলে কেমন করে এতদূরে থাকবো! ওরই টানে মাসে মাসে জলপিঁড়ে ছুটি দিদি- ফি বার হাত টেনে ধরে বলে, আমরে ফেলে যাস না। তাই ভাবলাম তোমার কাছে এনে... (সামলে নিয়ে) আমি তোমার বিশ্বাস নষ্ট করেছি গো দিদি... না, আর তোমারে জ্বালাবো না আমরা...

[রোশনি থমথমে মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে আড়ালে চলে গেল। হাতের কাচের চুড়ি বাজাতে বাজাতে বনজোছনা জোড়া বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে ঢুকল।]

বনজোছনা ∫∫ অ কুহু...

কুহু ∫∫ বলো...

বনজোছনা ∫∫ জলপিঁড়ে যাবি তো?

কুহু ∫∫ যাবো।

বনজোছনা ∫∫ হাঁ আর কলকেতায় থেকে কি করবি, চল বাড়ি যাই...! আমায়... (কুহুর হাত ধরে) অ্যাই, ছুঁড়ি দ্যাখ কেমন লাগছে আমায়... তসরের কাপড় পরেছি, দশগাছা চুড়ি পরেছি, বাবরি খেয়েছি, পাতাল-নেলে চড়েছি... অ কুহু...

কুহু ∫∫ বলো না...

বনজোছনা ∫∫ আমারে পরীর মতো দেখাচ্ছে না?

কুহু ∫∫ তুমি তো পরী...

বনজোছনা ∫∫ অ কুহু...

কুহু ∫∫ বলো...

বনজোছনা ∫∫ জীবনের সব সাধ তোর হাতে মিটলরে কুহু... অ কুহু...

কুহু ∫∫ বলো...

বনজোছনা ∫∫ এরা খুব চেষ্টা করছিল আমার পেট থেকে গপ্পোগুলো বার করে নিতে! (হাসে) ফুৎ ফুৎ করে কী রকম ঠকিয়ে দিলাম সব দেখলি তো! (হাসে) ডাক্তার বদ্যি পর্যন্ত ঘোল খেয়ে গেল আমার কাছে!

[রোশনি নীরব পায়ে অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে।]

বনজোছনা ∫∫ (কুহুর হাত ধরে) অ কুহু...

কুহু ∫∫ বলো...

বনজোছনা ∫∫ গপ্পোগুলো বলে দিলে আমাদের কি থাকতো বল্? জলপিঁড়ের জলও থাকতো না, পিঁড়েও থাকত না... তোদের আমি

কী শোনাতাম বল্! কেউ আর ঠাকমার দিকে ফিরেও তাকাতিস না! তাই না? অ কুহু...

কুহু ∫∫ (কান্না চেপে) চলো বাড়ি যাই...

বনজোছনা ∫∫ ...চল্ চল্...

[বনজোছনা হাত কুহুর হাতে। ওরা বেরিয়ে গেল। বাইরে কুকুরটা ডাকছে। রোশনি চশমার কাঁচদুটো মুছতে মুছতে এগিয়ে আসে।]

রোশনি ∫∫ পৃথিবীতে ভূতের গল্প বলে কি কিছু আছে? সব গল্পই তো মানুষের গল্প, তাই না?